কোটচাঁদপুরে কর্তাভোজা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসিক সভা

কর্তাভোজা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসিক সভায় আত্মপ্রকাশ ঘটল ভবেশ চন্দ্র দেবের লেখা পুস্তক সতীমা ও সত্যদর্শন। বুধবার বিকেলে কোটচাঁদপুর বাগডাঙ্গা উপাসনালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মহাশয় গোবিন্দ দেব অধিকারী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাঙ্গী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য এনামুল হক।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,সতীমা ও সত্যদর্শন পুস্তকের লেখক ভবেশ চন্দ্র দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বাগডাঙ্গা গ্রামের রঞ্জন দেব,চৌগাছার মুত্তদহ গ্রামের আনন্দ মহন দেব, চৌগাছা খড়িংঞ্চার মহাশয় গোবিন্দ অধিকারী, মহেশপুরের সুন্দরপুরের মহাশয় অনিল দেব,তাহেরপুরের মহাশয় অশ্বিনে দেব,বাগডাঙ্গা গ্রামের রতন দেব, মহেশপুরের মদন সত্য বুদ্দিশ্বর দেব,সত্য রঞ্জন দেব।

পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের মধ্যে পুস্তক বিতরন করা হয়। এ সময় তারা বলেন,আস্তে আস্তে আমাদের এ সংগঠনের প্রসার ঘটছে। সামনের দিনে আমরা আমার এ পুস্তক গুলো আরো ভক্তবৃন্দের হাতে তুলে দেয়া হবে।

ঝিনাইদহে বজ্রপাত প্রতিরোধে তাল গাছ রোপনের উদ্বোধন

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বজ্রপাত প্রতিরোধে ঝিনাইদহে তালগাছের চারা রোপনের উব্দোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের ভগবানগর

গ্রামে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ ও কালীচরনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, ভগবানগর গ্রাম থেকে বেলেডাঙ্গা গ্রাম পর্যন্ত ১ কিলোমিটার গ্রামীন সড়কের দু’পাশে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে দুই হাজার তালের গাছ রোপন করা হবে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাছগুলো পরিচর্যা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বাস মিনিবাস মালিক সমিতি, চেম্বার অব কমার্সের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রানু, মোহাম্মদ আলী কানু, সাবেক সদস্য ওহিদুল আলম খান, আব্দুল কুদ্দুস, চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক নয়ন আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাস মিনিবাস মালিক সমিতিরি হিসাব সহকারী আমজাদ হোসেন।

সেসময় বক্তারা, জেলায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধংস করতে ষড়যন্ত্র

করে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দাবী করে দ্রুত তার মুক্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনায় গত ১১ জুন সাইদুল করিম মিন্টুকে আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

ঝিনাইদহে কোটা বিরোধী শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের হামলা, আহত-১০

ঝিনাইদহে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থী ও প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানায়, কোটা বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকালে বিক্ষোভ মিছিল করার জন্য শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় শিক্ষার্থীরা। সে সময় শহরের পায়রা চত্বর এলাকা থেকে ছাত্রলীগের একটি মিছিল লাঠি-সোটা নিয়ে পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। তারা লাঠি, রড দিয়ে শিক্ষার্থীদের মারধর করে ব্যানার কেড়ে নেয়। ভাংচুর করে মাইক। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে ছাত্রলীগ সেখান থেকে মিছিল সহকারে ফিরে যায়। হামলায় আন্দোলনকারী অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে এলাকার থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব ও সাধারণ সম্পাদক আল ইমরানের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোনটি রিসিভ করেননি।

কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর আবু হুরায়রা জানান,

কোটা বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকালে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় শিক্ষার্থীরা। সেসময় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের উপর হামলা করে। আমরা নিরীহ শিক্ষার্থী। আমাদের উপর এমন বর্বর হামলা করা হয়েছে। এতে আমাদের ৮/১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দীন জানান, সকালে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জড়ো হয়। সেময় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে যাওয়ার পর একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরপরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয়।

ঝিনাইদহে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আত্মহত্যা, ডেঙ্গু, জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মানসম্মত শিক্ষা, জনসেবা এবং দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ জুলাই) সকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে সদর উপজেলা প্রশাসন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, স্থানীয় চেয়ারম্যান

জাহাঙ্গীর আলম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে সার্বজনীন পেনশন স্ক্রীম অবহিতকরণের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক

সরকারের বিশেষ উদ্যোগ সার্বজনীন পেনশন স্কীম সম্পর্কে গ্রামের মানুষদের অবহিতকরনের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের কালীচরণপুর ইউনিয়নে বিশেষ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ জুলাই) সকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা প্রশাসন ও তথ্যকেন্দ্র এ বৈঠকের আয়োজন করে । সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, স্থানীয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশের সর্বস্তরের জনগণের কথা বিবেচনা করে সরকার এ পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশি নাগরিক এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। সামাজিক নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ আর্থিক সুবিধা নেওয়ার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী পেনশন স্কীমের আওতায় আনার আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে মটর সাইকেল দূর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু

মটর সাইকেল দূর্ঘটনার ১২ ঘন্টা পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে মারা গেলেন ফারুক হোসেন (৬৫) নামের এক কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। তিনি কোটচাঁদপুর গাবতলা পাড়ার মৃত ডাক্তার ইউসুফ আলীর ছেলে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের ছেলে ফরিদ হোসেন বলেন, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আমার পিতা তাঁর কর্মস্থল সমিতির কাঠ মিলের অফিস থেকে বাড়ি আসছিলেন। এ সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে মটর সাইকেলের ধা্ক্কায় পড়ে যান। এতে করে গুরুতর আহত হন তিনি।স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর যশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন না দেখে রাতেই ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওখানে চিকিৎসা চলছিল। সোমবার সকাল ৭ টা দিকে ওনি মারা যান।
ফারুক হোসেন (৬৫) ছিলেন ৭ সন্তানের জনক। তিনি ছিলেন কোটচাঁদপুর কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। ওখানেই তিনি তাঁর জীবনের ২৬ বছর পার করেছেন।

এ দিকে ফারুক হোসেনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছেন পরিবারটিতে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে তাঁর বাড়িতে অসংখ্য গুনাগ্রহীরা ভিত জমাতে থাকেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি থানায়। অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গাজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গাজা ও নগদ অর্থ সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে শৈলকুপা পুলিশ। গতকাল রবিবার(১৫ জুলাই) মধ্য রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত শৈলকুপা উপজেলায় উমেদপুর ইউনিয়ন গাড়াগঞ্জ এর গারাখোলা গ্রামের মৃত মান্নান শেখ এর ছেলে মুক্তর হোসেন (৫০)।

শৈলকূপা থানার এসআই মনিরুজ্জামান হাজরা জানান মুক্তার দীর্ঘদিন ধরে গাড়াগঞ্জ, গাড়াখোলা, চন্ডিপুর, মধুপুর,সহ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজার ব্যবসা করে আসছিল। তার জের ধরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এই সময় মুক্তরের বাড়ি থেকে তল্লাসি চালিয়ে (৫২৫) গ্রাম গাজা ও নগদ এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার (১,১৪১০০) টাকা উদ্ধার করা হয়। তনি আরো বলেন এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে কোঠা বিরোধীদের পদযাত্রা ও সমাবেশ

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে সারাদেশর ন্যায় ঝিনাইদহেও কর্মসূচী পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রবিবার ১১ টায় শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। পরে সেখান থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হয়। এতে কোঠা বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে থাকে তারা। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। সমাবেশে শিক্ষার্থী শারমিন সুলতানা, রিহান হোসেন, নুসরাত জাহান সাথী, ইলমা রহমান, স্বাধীন হোসেন,

আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কেসি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রদাণ করেন।

বক্তারা, কোটাবৈষম্য নিরসনে সংসদে আইন পাশের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

বীজ সিন্ডিকেটের কবলে হারিয়ে যাচ্ছে ‘হরিধান’ চাষ

ঝিনাইদহ তথা সারা বাংলাদেশের মধ্যে আলোচিত ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী জাতের নাম “হরিধান” একটি ব্র্যান্ড ।

হরিধান নিঃসন্তান হরিপদ কাপালীর সন্তান। বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর নামের পাশে জাত কৃষক হরিপদ কাপালীর নাম উঠেছে। পাঠ্যসুচিতে উঠে এসেছে হরিপদ কাপালীর “হরিধান” আবিস্কারের তথ্য। অথচ সেই হরি ধান আজ বীজ সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। অধিক ফলনশীল ও খরা সহিষ্ণু এই ধান এখন আর কৃষকের উন্মাদনার কারণ হয় না। হরিধান নিয়ে তারা আর ভাবে না। তাদের মাথায় কেবলই বিদেশী বীজ কোম্পানীর উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের ভাবনা। কৃষকের এই ভাবনা থেকে সময়ের ব্যবধানে হরি ধান মাঠ থেকে হারিয়ে গেছে। এখন আর মাঠে মাঠে দেখা মেলে না হরি ধানের সোনালী ক্ষোত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, হরিধানের চাল মোটা হলেও ভাত সুস্বাদু। এই ধানের গাছ পুষ্ট ও লম্বা হওয়ায় বিচালির দাম অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি। এছাড়া কম সারে অধিক ফলন। এতো গুন বা বৈশিষ্ট্য থাকার পরও ঝিনাইদহ জেলাতে হরি ধান চাষ সম্প্রসারন করা যায়নি। হরি ধানের উদ্ভাবক প্রয়াত কৃষক হরিপদ কাপালি জেলা পর্যায়ের নানা পুরস্কার পেলেও এখনো জাত হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পায়নি হরিধান। এদিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা রতনপুর, মধুহাটি, মামুনশিয়া ও ধোপাবিলা গ্রামে কিছু কৃষক হরি ধান চাষ করছেন। তবে এই ধানের

আবাদ সম্প্রসারিত না হওয়ার কারণে হরি ধান ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। কৃষক শরিফুল ইসলাম জানান, বিদেশী বীজ কোম্পানীর বাজার নিয়ন্ত্রনের কারনে সিন্ডিকেটের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিকতে পারেনি হরি ধান। যার ফলে আমাদের এলাকার উদ্ভাবিত হরি ধানের বীজ হারানোর পথে।

হরিপদ কাপালীর পালিত পুত্র রূপকুমার জানান, হরি ধানের জাতটি বীজকেন্দ্রীক বাজারজাতের কৌশলের কাছে টিকতে পারেনি। উচ্চফলনশীল জাতটি সুকৌশলে একটি মহল বাজার থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে এ ধানে কোনো রোগবালাই ধরেনি। কিন্তু জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করলে উৎপাদন কমে যায়। সে কারণেই হয়তো কৃষকরা হরি ধান তেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ বিষয়ে হরি হরিপদ কাপলীর উদ্ভাবনা নিয়ে প্রথম সংবাদ প্রচারকারী সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ কাজল জানান, যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকায় প্রথম এই খবরটি প্রকাশ হলে দেশে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপর দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ^ মিডিয়া লুফে নেয় হরিপদ কাপালীর উদ্ভাবনার খবরটি। তিনি আরো জানান, কৃষকের মাঝে হরি ধান চাষ প্রায় হারিয়ে গেছে। তার কারন হলো বর্তমান কৃষকদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বিদেশী হাইব্রিড জাতের ধান বীজের প্রতি। এ কারণে এখন আর কেউ হরি ধান চাষ করছেন না। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূরে-নবী জানান, আমি এখানে এসে নিজে কখনো হরি ধান দেখি নাই। তবে পত্র-পত্রিকা মারফত জেনেছি। বর্তমানে যদি এই ধান চাষে কৃষক লাভবান হয় এবং সরকারী ভাবে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারন করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা এগিয়ে নিবো। এ বিষয়ে কৃষকরা শতভাগ সহয়তা পাবেন।

উল্লেখ্য ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুধাহাটি ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের জাত কৃষক প্রয়াত হরিপদ কাপালি দুই দশক আগে উদ্ভাবন করেন হরি ধান। এই ধান উদ্ভাবনের পর দেশব্যাপী খবরটি ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।